প্রশ্ন- ২: ইবনে সামছ ২ নং দাবী করেছে – "আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা, পশু ছেড়ে দেয়া বা পশু যবেহ্ করা কুফরী"

ফতোয়া ঃ তার দাবী মোটেই সঠিক নয়। কেননা, দলীল বিহীন কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

দলীল ঃ

(ক) শাহ্ রফিউদ্দীন দেহলভী ইবনে শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী তাঁর "নযর ও মাযার" গ্রন্থে লিখেছেন- **"কোন অলীর নামে মানত করা নযরে উরফী- যাকে নেয়ায বলা হয়- তা শরিয়ত মোতাবেক জায়েয"।**

(খ) তাফসীরাতে আহমদী"তে মোল্লা জিউন (রহঃ) লিখেন-

اَلنَّذْرُ لِغَيْرِاللّٰهِ حَرَامٌ وَنَذْرُالْاَوْلِيَاءِ مُؤَوَّلٌ بِاَنَّ النَّذْرَلِلّٰهِ وَثَوَابَهٗ لَهُمْ –

অর্থাৎ– আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে শরয়ী নযর বা শরয়ী মানত করা হারাম। কিন্তু অলী আল্লাহ্গণের নামে মানত করার অর্থ হলো এই- "মানত আল্লাহ্র জন্য কিন্তু তার সাওয়াব হলো অলীগণের জন্য"। ইহাকে উরফী নযর বলা হয়।

(গ) ইহা ছাড়াও ইসমাঈল দেহলভী- যিনি দেওবন্দীদের মাথার মুকুট ও ভারতে ওহাবী মতবাদ আমদানীকারক- তিনি তার "তাকরীরে যাবায়েহ্" গ্রন্থে ফার্সি ভাষায় লিখেছেন- যা নিম্নরূপ-

"اگر گاؤ زنده بنام سید احمد کبیر را بدہد بطوریکه نقد میدهند نیز رواست وگوشت ان حلال"

"যদি কোন ব্যক্তি মানত করে যে, আমার অমুখ মকসুদ হাসিল হলে আমি সৈয়দ আহমদ কবির (রহঃ) -এর জন্য একটি জীবিত গরু দেবো- তাহলে তা দুরস্ত হবে" (তাকরীরে যাবায়েহ্ কৃত ইসমাঈল দেহলভী)। আরও বহু দলীল আছে। কোন অলীর নামে মানত করা পশু ছেড়ে দেয়া কুফরী তো দূরের কথা- মাক্রূহ্ও নয়।

www.sunnibarta.com